প্রিয় প্রেয়সী নারী

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮ ৪৪১

সূ চি প ত্র

প্রিয় প্রেয়সী, তোমাকে	১১
নারী, তোমায় দিলাম	১৬
বিচ্ছেদ নয়, প্রেমে সাজুক ধরণি	২৫
নারীপণ্য : আমায় তুমি ধন্য করো	৪০
মেয়ে, এই অভিধা তোমার	৫৬
'মডেলিং হইতে সাবধান' : রঙিন দুনিয়ার হাতছানি	৬০
নারীর ফেসবুক : আন্তর্জালিক অন্দর-বাহির	৭১
আল্লামা শফীর ভিডিও বিতর্ক : নর্তকীর আস্ফালনে দোলে বাংলার মসনদ	৭৮
এফএম দুনিয়ার দিবানিশি : প্রেম ছাড়া চলে না দুনিয়া	৯১
অসভ্যতার আগ্রাসন : ইন্ডিয়ার কী ঠেকা পড়েছে বাংলাদেশ দখল করার?	১০১
নারী যেভাবে : ব্যবসা, পণ্য, ভোগ্য	১০৯
হে পুতুল, নত হও ভদ্র হও	১১৭
বিনোদন-জগতে নারী : লিভ টুগেদার-বিয়ে-সংসার-ডিভোর্স	১২১
মরণনেশা : এইসব অনিচ্ছুক মৃত্যুরা	১২৭
ড. আফিয়া সিদ্দিকি : যে নামটি বিস্মৃত হয়ে যাবে একদিন	১৩৪
নাজনীন আক্তার হ্যাপী : ক্যামেরার ঝলসানো অন্ধকার থেকে আলোকিত আঁধারের পৃথিবীতে	১৪৪

নারী, তোমায় দিলাম

প্রিয় আয়েশা–

নারী অধিকার বা নারী স্বাধীনতা নিয়ে অনেকেই তো অনেক কথা বলে থাকে। আজ ইচ্ছে হলো বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে খানিকটা আলাপ করি। জানি না বিষয়টি তুমি কতোটা বুঝবে, তবে চেষ্টা করবো খুব সহজভাবে সহজ করে আলাপ করার। যদিও বাঙালি মেয়েরা এসব ভারিক্কি কথাবার্তা খুব একটা আমলে নেয় না, তবু কথাগুলো তোমার শোনা দরকার। শপথ করে বলছি, আমি খুব সহজ করে বলবো। বিরক্ত হবে না, এমন আশ্বাস দিচ্ছি। তুমি তো জানোই, গল্প বলতে আমার জুড়ি নেই।

ধরো, আমি শহর কিংবা গ্রামে, চলতি পথে, হাট-বাজারে যেখানেই থাকি– চেষ্টা করি সমাজের নারীদের অবস্থানটাকে একটু পরখ করতে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার নিয়ে যেসব আপ্তবাক্য দেদার ব্যবহৃত হয়, আমি সেগুলোকে সমাজের প্রেক্ষাপটে মেলাতে চেষ্টা করি। দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চালাই। আমি এমনকি আমার পরিবারেও বিষয়টা খেয়াল করি। আমার মা, বোন, স্ত্রীর কার্যকলাপ, পরিবারে তাদের গুরুত্ব বা মর্যাদা কীভাবে নিরূপণ হচ্ছে, তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে কতোটা সচেতন, আমাদের সমাজ কীভাবে তাদের গ্রহণ করছে কিংবা একটি মেয়েই বা সমাজের সঙ্গে কীভাবে নিজেকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করছে– এগুলো অন্য দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি। নিরীক্ষাধর্মী নিরীক্ষণ বলা যায়।

একেক ক্ষেত্রে আমার নিরীক্ষণ একেক রকম। একটা মিশ্র ফলাফল বলতে পারো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবারে নারীদের অধিকার অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ও *সুসংহত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জন্য যতোটুকু অধিকার প্রয়োজন*, আমার মনে হয় তারা সে অধিকারটুকু পাচ্ছে না বা পরিবার থেকে দেয়া হচ্ছে না। এখানে সামাজিক অনুশাসন, কালক্রমের প্রথা-কুসংস্কারসহ নানা ধরনের বিষয় কাজ করে।

প্রিয় তামান্না–

তোমাকে আমার দাদির কথাই বলতে পারি। ছোটবেলায় আমাদের যৌথ পরিবারে চাচাতো ভাইবোনেরা একসঙ্গে খেতে বসতাম। আমাদের ছিলো বিশাল পরিবার। সব মিলিয়ে প্রায় বাইশ-তেইশ সদস্যের ঢাউস আকারের সংসার। দাদা-দাদি, বাবারা পাঁচ ভাই ও মা-চাচিরা পাঁচজন এবং আমরা চাচাতো ভাইবোন ছিলাম গোটা দশ-বারো। তাছাড়া খেতের কাজ করার জন্য দু-একজন রাখাল থাকতো সবসময় বাড়িতে। তো, এই নিয়ে ছিলো আমাদের একান্নবর্তী পরিবার।

আচ্ছা, যে কথাটা তোমাকে বলতে চাচ্ছি। আমরা চাচাতো ভাইবোনেরা যখন খেতে বসতাম, তখন খাওয়ার সময় বোনদেরকে কখনো ভাতের পাতিলের প্রথম ভাত দেয়া হতো না। প্রথম এক থালা ভাত যেকোনো চাচা বা চাচাতো ভাইকে দেয়া হতো। বাড়ির যেকোনো পুরুষমানুষকে পাতিলের প্রথম ভাত দেয়া নাকি একধরনের সংস্কার। এই প্রথম ভাতকে আঞ্চলিক ভাষায় 'আগভাত' বলা হয়। এই আগভাত কোনো মেয়ের পাতে দিলে সংসারে 'অমঙ্গল' হয়! ওই মেয়েও নাকি লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়।

আমাদের পরিবারে এই সংস্কার চলেছে দাদির রাজত্ব থাকাকালীন। বাইশ-তেইশ সদস্যের একান্নবর্তী পরিবারে যতোদিন দাদি সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, ততোদিন এর ব্যত্যয় হয়নি।

দাদি বৃদ্ধ হওয়ার পর অবশ্য এই নিয়ম আর থাকেনি। বোনরা এখন চুলার পাড় থেকেই 'আগভাত' খেয়ে নেয়। কেউ তাদের মানাও করে না, তারাই বা কার কথা মানবে এখন! সবাই শিক্ষিত-সচেতন, কোনটা সংস্কার আর কোনটা কুসংস্কার, তা তারা বেশ ভালোই বোঝে।

প্রিয় সাদিয়া–

বুঝতেই পারছো, দাদির এই কার্যকলাপটা কিন্তু একধরনের নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়তো। এটা পরিবারে মেয়েদের প্রতি একধরনের মানসিক নির্যাতন। ছোট থেকেই তার মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয় যে– তুমি আর তোমার ভাইটি মর্যাদায় সমান নও। তোমার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে তোমার ভাইয়ের অধিকার অগ্রগণ্য। হোক সে তোমার ছোট কিংবা বড়।

যদিও এটা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও আমার ধারণা, এ ধরনের আরও নানা কুসংস্কার বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু